বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

আইটি/আইটিএস সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' (আইন নং-৮) এর দ্বারা বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে।

(ক) হাই-টেক শিল্প বিকাশে অবকাঠামো নির্মাণ

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের অবকাঠামো তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা হবে।

(১) শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর' উদ্বোধন করেন। প্রকৃতপক্ষে পার্কটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। যশোরে ১২.১৩ একর জমির উপর ২৫৩.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্কটিতে একটি মাল্টি-টেন্যান্ট বিল্ডিং (২,৩২,০০০বর্গফুট, ১৫তলা), একটি ডরমিটরি বিল্ডিং (৯৮,০০০বর্গফুট, ১২তলা), একটি ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার (২৫,৫০০বর্গফুট) এবং অন্যান্য সহায়ক ইউটিলিটি সার্ভিসসহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। পার্কটিতে এ পর্যন্ত ৩৬টি কোম্পানিকে স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এখানে প্রায় ৫০০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে আরো বিপুল পরিমান সহায়ক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(২) জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক গত ২৭ জুলাই, ২০১৬ তারিখে ৭২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কটি উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে ভবনটিতে স্পেস প্রাপ্ত ১৫টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। একটি ফ্লোরে বিনা ভাড়ায় ১০টি স্টার্ট-আপ কোম্পানীকে স্পেস এবং ৪০টি স্টার্ট-আপ কোম্পানীকে কো - স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে পার্কটিতে প্রায় ৮০০ জনবল কাজ করছে।

(৩) বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর স্থাপিত হচ্ছে "বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি "। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির প্রয়োজনীয় সকল অফসাইট ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেলে (PPP) ২টি ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনটি ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ১ম পর্যায়ে একটি ডেভেলপার কোম্পানী (সামিট টেকনোপলিস বিডি লি.) এর মাধ্যমে একটি শ্রীলংকান প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ল্যাপটপ আসেম্বলিং কারখানার ৬০,০০০বর্গফুট স্পেসবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে এবং একটি সিগনেচার ভবন (১,৬৫,০০০বর্গফুট) নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অন্য ডেভেলপার কোম্পানীর (টেকনোসিটি বিডি লি.) ১,৮৬,০০০ বর্গফুটবিশিষ্ট একটি মাল্টি-টেন্যান্ট বিল্ডিং নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। পার্কটিতে একটি সার্ভিস বিল্ডিং(২৭,২৬০ বর্গফুট) নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে IOT নিয়ে দুটি আইটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে এবং তাদের Product বাজারজাত করছে।

(৪) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ প্রায় ৩১ একর জায়গার উপর নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে ৬২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট আইটি ইনকুবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অন্যদিকে ভূমি উন্নয়ন, ২ লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট ১০ তলা সিলিকন টাওয়ার, সাবস্টেশন ও জেনারেটর ভবনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। উল্লেখ্য, পার্কটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১৪,০০০ মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(৫) হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি)

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ১৬২.৮৩ একর জমির উপর গড়ে উঠছে 'হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি)'। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের প্রায় ৪৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি আইটি ইনফরমেশন সেন্টার (৪০০০ বর্গফুট) নির্মাণ করা হয়েছে এবং একটি ৩তলা বিশিষ্ট আইটি বিজনেস সেন্টার (৩১,০৭৭ বর্গফুট), ব্রিজ ও অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ পার্কে প্রায় ৫০,০০০ দক্ষ জনশক্তির প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানসহ বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(৬) শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার

আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দেশের সাতটি স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ , চট্টগ্রাম বন্দর, নাটোরের সিংড়া, কুমিল্লা সদর, নেত্রকোনা সদর, বরিশাল সদর ও মাগুরা সদরে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি স্থানে ৩৬,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৬তলা ভবনসহ সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৭,৫০০ জনকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(৭) জেলা পর্যায়ে (১২টি জেলায়) আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ১২ টি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জেলাসমূহ হচ্ছে রংপুর, নাটোর (সিংড়া), খুলনা (কুয়েট), বরিশাল (সদর), ঢাকা (কেরানীগঞ্জ), গোপালগঞ্জ (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ময়মনসিংহ (সদর), জামালপুর (সদর), কুমিল্লা (সদর দক্ষিণ), চট্টগ্রাম (সদর), কক্সবাজার (রামু) ও সিলেট। নির্বাচিত প্রতিটি জেলায় একটি করে মাল্টি টেন্যান্ট ভবন (১,০৫,০০০ বর্গফুট, ৭ তলা); ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার ভবন (২১,০০০ বর্গফুট, ৩ তলা) নির্মাণ করা হবে। সে সাথে নির্ধারিত জেলাসমূহের মধ্যে ৮টি জেলা র প্রতিটিতে একটি করে ৩ তলা বিশিষ্ট ডরমেটরি ভবন (১৮,০০০ বর্গফুট) নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের ০৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে। জুন ২০২০ এর মধ্যে বাস্তবায়নাধীন পার্কগুলোতে মোট ৬০ হাজার তরুন-তরুনীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

(৮) চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার

চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার স্থাপনের জন্য একটি জিওবি প্রকল্প একনেক থেকে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক আইটি সেক্টরে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এখানে থাকছে ইনকিউবেশন হাউস (৫০,০০০ বর্গফুট, ১০ তলা), প্রশিক্ষণ ভবন (৩৬,০০০ বর্গফুট, ৬তলা) এবং নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক দুটি ডরমেটরি ভবন (মোট ৪০,০০০ বর্গফুট, ৪তলা)।

(৯) খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি ইনকুবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি আইসিটি ইনকুবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার এবং সহায়ক অবকাঠামো তৈরীর কাজ এগিয়ে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গবেষণা, গবেষণালব্ধ জ্ঞান কমার্শিয়ালাইজেশনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(১০) শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার,নাটোর

নাটোরে পুরাতন কারগারকে সংস্কারের মাধ্যমে একটি দৃষ্টিনন্দন আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকুবেশন সেন্টার তৈরী করা হয়েছে। এ সেন্টারে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের আউট সোর্সিং এর সুযোগ রাখা হয়েছে। বর্তমনে ছয় তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন ভবনের দুই তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(১১) বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন

বিশ্ববিদ্যালয় ও আইসিটি/হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই -টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাবরেটরি স্থাপন করছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবগুলো শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্র -শিক্ষকসহ অন্যান্য গবেষকদের গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও ৫টি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাব সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে ।

অন্যদিকে জেলা পর্যায়ে (১২টি জেলায়) আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে।

(১২) বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা

বাংলাদেশ হাই -টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইনের আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত গাইড লাইন অনুসরণে ইতোমধ্যে ১৩টি বেসরকারী আইটি প্রতিষ্ঠানকে 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরমাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

(খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

(১) প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইটি/আইটিইএস সেক্টরে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ''সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) এর উন্নয়ন প্রকল্পে"র আওতায় প্রায় ৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠানের CEO, COO, CTO Level এর ২৫ জন কর্মকর্তাকে আইটি ব্যবসার বিশ্বগতিধারা সম্পর্কে সম্যক অবহিতির জন্য হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ে Advanced Management বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত ২৫ জনকে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে একই কোর্স কারিকুলাম নিয়ে দেশে আরো ৬৫ জন CEO, COO, CTO কে প্রশিক্ষত করা হয়। Mid Level Training Program এর ১০৭২ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়। অন্যদিকে, Skill enhancement Program এর মাধ্যমে প্রায় ৪৭৩৫ জন নবনিয়োগ প্রাপ্ত বা গ্রাজুয়েটদেরকে প্রশিক্ষিত করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রথমবারের মত Lean Six Sigma, Oracle e suit , PMP বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

এছাড়া দেশের ৭টি স্থানে নির্মিতব্য শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে প্রায় ১৭,৫০০ জনকে এবং জেলা পর্যায়ে আইটি পার্ক স্থাপন প্রকল্প (১২টি জেলায়) এর আওতায় আরো ৩০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নাটোরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, ২১২ জনের প্রশিক্ষণ শেষ পর্যায়ে এবং আরো ৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ এর জন্য বাছাই করা হয়েছে।

(গ) বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি

(১) আইটি সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানীসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি

আইটি সেক্টর উন্নয়নে কোম্পানীসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪০টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেশনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দুটি কোম্পানী সিএমএমআই লেভেল -৫ সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়ও ১০টি কোম্পানী সিএমএমআই লেভেল-৩, ২৫টি কোম্পানী আইএসও ৯০০১ এবং ৩টি প্রতিষ্ঠান আইএসও ২৭০০১ সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৩০টি আইটি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেশন প্রদানের করা হচ্ছে, এর মধ্যে ০৯টি প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেশন ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

(২) ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও মেলার আয়োজন

আইটি সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টার্ট-আপদের মেন্টরিং এর জন্য ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে একটি চাকরী মেলা গতো ৫ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।

আইটি সেক্টর বিশেষ করে হাই -টেক পার্কগুলোর মার্কেটিং এর জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে বর্তমান বিনিয়োগ সম্ভবনা তুলে ধরা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে নিয়মিত জার্মানীর সিবিট সম্মেলন ,

জাপানের আইটি সপ্তাহ, ভারতে নাসকম লিডারশিপ ফোরামে যোগদান করা হয়েছে। এছাড়াও কোলকাতা , নিউইয়র্ক ও সিলিকন ভ্যালীতে বিনিয়োগকারীদের নিয়ে "ইনভেস্টর মিট" করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গত ১৮-২০ অক্টোবর, ২০১৭ইং তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এর সাথে যৌথভাবে দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি মেলা 'আইসিটি এক্সপো-২০১৭' এর সফল আয়োজন করে। মেলায় বিভিন্ন স্থানে নির্মিত/নির্মিতব্য হাই-টেক পার্ক সম্পর্কে আগত দর্শনার্থীদের তথ্য প্রদান করে।

(৩) ওয়ান স্টপ সার্ভিস

হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগ আকর্ষণের নিমিত্ত ডেভেলপার /আইটি কোম্পানীসমূহের জন্য বিভিন্ন সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের কোম্পানী রেজিস্ট্রেশনসহ বিভিন্ন লাইসেন্স পারমিট ইত্যাদি প্রাপ্তি র সেবা সহজীকরণের জন্য এবং একটি স্থান থেকে সেবা প্রদানের জন্য হাই-টেক পার্কে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) প্রণোদনা সুবিধা

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর প্রচেষ্টায় বিনিয়োগকারী এবং ডেভেলপারদের অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে ১১টি প্রণোদনা প্যাকেজ (এসআরও) জারী করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো :

১. ডেভেলপারগণের জন্য ১২ বছরের কর অব্যাহতি।
২. আইটি/আইটিইএস কোম্পানি সমূহের জন্য ১০ বছরের কর অব্যাহতি।
৩. বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০০% মালিকানা।
৪. ২টি ডিউটি ফ্রি গাড়ির সুবিধা।
৫. ডিউটি ফ্রি ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানী।